



266439 - রমযান মাসে ইলম অর্জন করা

প্রশ্ন

রমযান মাসে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া কথিবা ইলম অর্জন করা— কোনটি উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মাহে রমযান একটি মহান মাস। এ মাসকে আল্লাহ কল্যাণের মৌসুম বানিয়েছেন। তাকওয়া ও বরকতের সম্বল বানিয়েছেন। এ মাসে আল্লাহ কুরআন নাযলি করছেন। তিনি বলেন: “রমযান মাস; যাত কুরআন নাযলি করা হয়েছে মানুষের জন্য হাদিয়াতস্বরূপ এবং হাদিয়াতের সুস্পষ্ট নদির্শনাবলী ও সত্য-মথিয়ার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (স্বগৃহে) উপস্থিতি থাকবে, সে যেন এ মাসটি রোযা থাকে।”[সূরা বাকারা, আয়াত ২: ১৮৫]

এটি গণীমত অর্জন ও লাভবান হওয়ার মাস। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী মৌসুমকে কাজে লাগায়; যাত করে তিনি নিজের লাভ বাড়াত পারে। এ মাসকে কাজে লাগানো যাবে ইবাদতের মাধ্যমে, অধিক নামাযের মাধ্যমে, কুরআন তলোওয়াতের মাধ্যমে, মানুষকে কৃপা করে দেয়ার মাধ্যমে, অন্যের প্রতি ইহসান করার মাধ্যমে, গরীবদের প্রতি দান করার মাধ্যমে এবং ইত্যাদি অন্যান্য নকে আমলের মাধ্যমে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে এমন ইবাদত করতেন অন্য মাসগুলোতে যা করতেন না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ দানবীর মানুষ। তিনি সর্ব্বাধিক দানবীর হতেন রমজান মাসে; যখন জব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করত। জব্রাইল (আঃ) প্রতিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। নশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত বাতাসের চয়ে অধিক দানবীর ছিলেন।”[সহিহ বুখারী (৬) ও সহিহ মুসলিম (২৩০৮)]

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: “শাফয়ে বলছেন: আমি পছন্দ করি ব্যক্তি রমযান মাসে তার দান বাড়াবে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে এবং যহেতে রমযান মাসে মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকে এবং যহেতে অনেকে মানুষ রোযা ও নামাযে ব্যস্ত থাকায় উপার্জন করতে পারে না। তাই দানশীল মানুষদের রমযান মাসে দানশীল হওয়াটা কাম্য।”[লাতায়ফুল মাআরফি (পৃষ্ঠা-১৬৯)]



আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখন (রমযানরে) শেষে দশক প্রবশে করত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জাগতেন, তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে দতিনে, পরিশ্রম করতেন, লুঙ্গি বঁধে নতিনে।”[সহি বুখারী (২০২৪) ও সহি মুসলিম (১১৭৪)]

সালাফদের আদর্শ ছিল যখন রমযান প্রবশে করত তখন তারা সবকিছু ছেড়ে ইবাদতে মনোনবিশে করতেন; বিশেষতঃ কুরআন তলোওয়াতে।

তাদের কারো কারো সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইলমের মজলসিগুলো বাদ দিয়ে ইবাদতে ও কুরআন তলোওয়াতে সময় দতিনে।

ইবনে রজব ‘লাতায়ফুল মাআরফি’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৭১) বলেন:

“রমযান প্রবশে করলে যুহরী বলতেন: এই মাস শুধু কুরআন তলোওয়াত ও মানুষকে খাওয়ানোর মাস।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন: যখন রমযান প্রবশে করত তখন মালকে (রহঃ) হাদিস পাঠ ও আলমেদের সাথে মজলসি করা থেকে অবসর নতিনে এবং মুসহাফ থেকে কুরআন তলোওয়াতে মনোনবিশে করতেন।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন: যখন রমযান প্রবশে করত তখন সুফয়ান ছাওরী সব ইবাদত বাদ দিয়ে কুরআন তলোওয়াতে মনোনবিশে করতেন।”[সমাপ্ত]

রমযান মাসে সলফে সালহীনদের ইবাদত ও কুরআন তলোওয়াতের জন্য অবসর নয়ের পক্ষে আরও প্রমাণ বহন করে, রমযান মাসে তাদের বেশি বেশি কুরআন খতম দয়ের বর্ণনাগুলো।

আব্দুর রহমান বনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন: তিনি রমযান মাসে প্রতিদিন খতম দতিনে। আর রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এক জুমা থেকে অপর জুমা খতম দতিনে।[তফসিরে ‘সাইদ ইবনে মানসুর’ (২/৪৫২) ও বাইহাকীর ‘আস-সুনান আল-কুবরা (২/৪৪৯)]

ইব্রাহিম আন-নাখাঈ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল-আসওয়াদ রমযান মাসের প্রত্যকে দুই রাত্রে কুরআন খতম করতেন। তিনি মাগরবি ও এশার মাঝে সময়টুকু ঘুমাতেন। অন্য সময়ে প্রতি ছয়দিনে কুরআন খতম দতিনে।[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (১/৫৬৫), তফসিরে সাঈদ বনি মানসুর (২/৪৪৯), বর্ণনাটির সনদ সহি]

আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন: আবু হানফা (রহঃ) প্রতিদিন ও রাত্রে কুরআন খতম করতেন। যখন রমযান মাস আসত তখন ঈদের রাত ও ঈদের দিন সহ বাষট্টিবার কুরআন খতম করতেন।[আখবার আবু হানফা ও আসহাবহি (পৃষ্ঠা-৫৫) থেকে সমাপ্ত]



রাবীঈ বনি সুলাইমান (রহঃ) বলেন: শাফয়েি প্রতিরাত্রে কুরআন খতম করতেন। যখন রমযান আসত তখন প্রতিরাত্রে এক খতম ও প্রতিদিনে এক খতম করতেন। এভাবে রমযান মাসে তিনি ষাট বার কুরআন খতম করতেন। [তারিখি বাগদাদ ও যুয়ুলুহু (২/৬১)]

মুহাম্মদ বনি ইসমাইল আল-বুখারীর ছাত্রগণ রমযান মাসে প্রথম রাত্রে তার কাছে সমবেত হত। তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। প্রতিরাকাত্রে বশি আয়াত তলোওয়াত করতেন। এভাবে কুরআন খতম করা পর্যন্ত।

অনুরূপভাবে শেষে রাত্রে কুরআনের অর্ধেক থেকে এক তৃতীয়াংশ পড়তেন। এভাবে প্রতিদিনে শেষে রাত্রে কুরআন খতম করতেন। আর দিনের বেলায় প্রতিদিন এক খতম দিতেন। [শুআবুল ঈমান (৩/৫২৪) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনার সারকথা:

রমযান মাসে উত্তম হলো ইবাদতে মনোনিবেশ করা। বিশেষতঃ কুরআন তলোওয়াতে। তদুপর কিছু ইলমী মজলসি হাযরি হতে ও কিছু বই পড়তে বাধা নাই। যাতে করে এর মাধ্যমে মনকে চাঙা রাখা যায় এবং উপকারী কছির মাধ্যমে মনকে কছিতা শৈথিল্য দওয়া যায়। যদি এমন কোন সুযোগ থাকে এবং রমযানরে বিশেষ আমলে বহিন না ঘটবে। তবে ইতপূর্ববে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটাকে বিবেচনায় রেখে। অর্থাৎ মূল মনোযোগ হবে ইবাদতে মগ্ন থাকা। নফল আমল, কুরআন তলোওয়াত, দান-সদকা, বদান্যতা ও মানুষের উপকার ইত্যাদি বেশি বেশি করা। গটো মাসে এটাই হবে ব্যক্তির করণীয়।

রমযান মাসে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার পক্ষে আরও যে বিষয়টি উৎসাহ জোগায় তাহলো: রমযান মাসে নকে আমলের সংখ্যা ও মানকে বর্ধতি করা হয়।

বনি বায (রহঃ) বলেন: “রমযানরে এই মহান মর্যাদার কারণে রমযানরে নকে আমলের রয়েছে মহান মর্যাদা ও বহুগুণ বৃদ্ধি। অন্যদিকে এ মাসে বদ আমলের গুনাহ অন্য মাসের তুলনায় জঘন্য ও বড়। তাই একজন মুসলমিরে উচিত এই মাসকে ইবাদত-বন্দগী ও নকে আমলে কাজে লাগানো এবং বদ আমলগুলো বর্জন করা। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তার আমলগুলো কবুল করে নিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তাকে সত্যের উপর অবচিল থাকার তাওফিক দাবিনে। কিন্তু বদ আমল সবসময় সম সংখ্যায় থাকে। এর সংখ্যা বাড়ানো হয় না। না রমযানে; আর না অন্য সময়ে। অন্যদিকে নকে আমলের সংখ্যা দশগুণ থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।” [ফাতাওয়া বনি বায (১৫/৪৪৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।